গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
বগুড়া।

স্মারক নং-রবী-নজ-১৯৩-বাশিত্র/জেশা/বগ/২০০৯-২০২৪/৪৬ (৬০) তারিখ ঃ ০২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের মাঝে রচনা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বগুড়া জেলা কার্যালয়ে শিশুদের মাঝে রচনা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত ঃ

ক্র.নং	তারিখ ও সময়	প্রতিযোগিতা	বিভাগ/শ্রেণি	বিষয়
১.	৭ মে ২০২৪ সকাল-১১ টা	রচনা প্রতিযোগিতা	ক-বিভাগ-৫ম থেকে ৭ম শ্রেণি খ- বিভাগ-৮ম থেকে ১০ম শ্রেণি	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'এর কর্মময় জীবন
২.	৭ মে ২০২৪ সকাল-১১.৩০ টা	কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা	ক- বিভাগ-১ম থেকে ৩য় শ্রেণি খ- বিভাগ-৪র্থ থেকে ৭ম শ্রেণি গ- বিভাগ-৮ম থেকে ১০ম শ্রেণি	'আমাদের ছোট নদী' –বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমার পতাকা যারে দাও –বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বিঘা জমি –বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা প্রতিযোগিতার জন্য কাগজ সরবরাহ করা হবে। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিশুদের নামের তালিকা আগামী ০৬/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখ বিকাল-৪.০০ টার মধ্যে জমা দেয়ার জন্য এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের/সংগঠনের শিশুরা যাতে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ কবিতা-১ কপি।

মো: আখতারুল হায়দার
জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা(চ:দা:)
বগুড়া।

প্রাপক ঃ অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষক/ সুপারিনঃ/ সভাপতি/ সম্পাদক/ পরিচালক
.....
.....

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশুএকাডেমি, ঢাকা।
২। জেলাপ্রশাসক, বগুড়া।
৩। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বগুড়া (গৃহিত কর্মসূচিতে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৫। অফিস নথি।

সহজ পাঠ-১

আমাদের ছোটো নদী

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেঁচে যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে নদী ভরো ভরো–
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর–
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে
ঘোলা জলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

তোমার পতাকা যারে দাও

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি!
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে–
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র করে
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিও সংসারতলে,
তোমারে দিও না ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল-শ্রান্তি-হরণে।

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা–
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, 'করুণ রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'
পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসী বেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই দুইবিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো–
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।
নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,

নির্বাচিত রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য